গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি), সেক্টর-৫

“১৯ টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ (২য় সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন

.....

জুন, ২০১৯

“১৯ টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ (২য় সংশোধিত)”

শীর্ষক প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন

দ্বিতীয় খসড়া প্রতিবেদন

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
	নির্বাহী সার-সংক্ষেপ	i
	Abb	iv
প্রথম অধ্যায় ঃ প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ		
১.০১	প্রকল্পের পটভূমি	১
১.০২	প্রকল্পের পরিচিতি	১
১.০৩	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	১
১.০৪	প্রকল্পের অনুমোদন/সংশোধন	৩
১.০৫	প্রকল্পের অর্থায়নের অবস্থা	৩
১.০৬	প্রকল্পের সময় (প্রাক্কলিত ও বাস্তব)	৩
১.০৭	প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত অঙ্গভিত্তিক বিবরণ	৩
১.০৮	প্রকল্পে দায়িত্ব পালনকারী পরিচালক	৪
১.০৯	প্রকল্প বাস্তবায়নকাল	৪
দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রমের কার্যপদ্ধতি (Methdology)		
২.০১	পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিধি	৫
২.০২	প্রতিবেদন প্রণয়নে কর্মপরিকল্পনা (TOR)	৫
২.০৩	প্রভাব মূল্যায়নের কার্যপদ্ধতি	৭
২.০৪	সমীক্ষার ধারণা (Conceptualization)	৭
২.০৫	সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা	৯
২.০৬	নমুনার পরিমান (Sample size) নির্ধারণ ও পদ্ধতি	১০
২.০৭	নমুনা বন্টন	১১
২.০৮	তথ্যদাতা নির্বাচন ও তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রস্তুতকৃত সারনী (Tools)	১১
২.০৯	চিত্রে প্রভাব মূল্যায়নের গবেষণা পদ্ধতি	১৩
২.১০	তথ্য সংগ্রহকারীগণের নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ	১৪
২.১১	তথ্য সংগ্রহ ও মাঠ কার্যক্রম তদারকি	১৪
২.১২	গুণগত ও পরিমানগত মান যাচাইয়ের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন	১৪
২.১৩	অবকাঠামো নির্মাণ কাজের গুণগতমান পরিবীক্ষণ	১৪
২.১৪	ক্রয় সংক্রান্ত নীতিমালা অনুসরণ	১৪
২.১৫	সংগৃহীত মালামাল, কাজ ও সেবার গুণগত ও সংখ্যাগত বিষয়াদি পরীক্ষা	১৫
২.১৬	সমীক্ষার কাজে ব্যবহৃত নির্দেশকসমূহ	১৫
২.১৭	তথ্য প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণ	১৭
তৃতীয় অধ্যায় ঃ প্রকল্পের লক্ষমাত্রা ও অর্জন বিশ্লেষণ		

৩.০১	প্রকল্পের আর্থিক, বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও বাস্তবায়ন এবং প্রকৃত বাস্তবায়ন	১৮
৩.০২	প্রকল্প বাস্তবায়নের পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ	১৯
৩.০৩	প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণে মুখ্য ব্যক্তিবর্গের মতামতের মূল্যায়ন	২০
৩.০৩.০১	প্রকল্প নির্মাণাধীন সময়ে সমস্যাসমূহ	২০
৩.০৩.০২	প্রকল্প সমাপ্ত পরবর্তী ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ	২১
৩.০৩.০৩	প্রকল্পের আওতায় গৃহীত কার্যক্রম এর গুণগত মানের গ্রহনযোগ্যতা	২১
৩.০৩.০৪	প্রকল্পের দুর্বল দিক সম্পর্কে মতামত	২১
৩.০৩.০৫	পূর্বের অভিজ্ঞতার সাথে বর্তমান অভিজ্ঞতার তুলনা	২২
চতুর্থ অধ্যায় ঃ প্রকল্পের নির্মাণ ও ক্রয় কার্যক্রমের পর্যালোচনা		
৪.০১	ভূমিকা	২৩
৪.০২	দরপত্র আহ্বান	২৩
৪.০৩	দরপত্র দাখিল ও মূল্যায়ন	২৪
৪.০৪	কার্যাদেশ প্রদান ও সমাপ্তি	২৬
পঞ্চম অধ্যায় ঃ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থার পর্যালোচনা এবং পর্যবেক্ষণ		
৫.১.১	প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা	২৮
৫.১.২	পাসপোর্ট তৈরির উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনাকাল	২৯
৫.১.৩	পাসপোর্ট করতে প্রয়োজনীয় সময়	২৯
৫.১.৪	আঞ্চলিক পাসপোর্ট কেন্দ্র ও স্থাপনা সম্পর্কিত মতামত	৩০
৫.১.৫	আঞ্চলিক পাসপোর্ট কেন্দ্রের সেবার মান সম্পর্কিত মতামত	৩১
৫.১.৬	পূর্ববর্তী সময়ে পাসপোর্ট সেবার তুলনায় প্রকল্প বাস্তবায়ন পরবর্তী সেবার মানের প্রভাব	৩২
ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ SWOT বিশ্লেষণ		
৬.০১	প্রকল্পের সবল দিকসমূহ	৩৪
৬.০২	প্রকল্পের দুর্বল দিকসমূহ	৩৪
৬.০৩	প্রকল্পের সুযোগসমূহ	৩৪
৬.০৪	প্রকল্পের ঝুঁকিসমূহ	৩৪
সপ্তম অধ্যায় ঃ সমীক্ষা ও প্রভাব মূল্যায়ন		
৭.০১	প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার প্রাপ্ত উপাত্তের বিশ্লেষণ	৩৫
৭.০২	আর্থ-সামাজিক উপাত্তের বিশ্লেষণ	৩৫
৭.২.১	তথ্যদাতাদের বয়সভিত্তিক শিক্ষাগত যোগ্যতা	৩৫
৭.২.২	পেশা	৩৬
৭.২.৩	পেশাভিত্তিক পাসপোর্ট তৈরির উদ্দেশ্যের তুলনা	৩৭
৭.২.৪	পরিবারে পাসপোর্টধারীর সংখ্যা	৩৮
৭.২.৫	একসাথে পরিবারের যতজন পাসপোর্ট করেছেন	৩৮

৭.২.৬	বর্তমান আবাসস্থল থেকে পাসপোর্ট অফিসের দূরত	৩৯
৭.২.৭	প্রতিবারের যাতায়াত খরচ	৩৯
৭.২.৮	আবেদন ফরম সংগ্রহের স্থান	৩৯
৭.২.৯	আবেদন ফি জমাদান	৪০
৭.২.১০	ফরম জমাদানে অপেক্ষা	৪০
৭.২.১১	অপেক্ষা করার স্থান	৪১
৭.২.১২	পাসপোর্ট সংগ্রহের জন্য যতবার আসতে হয়েছে	৪১
৭.২.১৩	পাসপোর্টের ধরন	৪২
৭.৩	প্রকৌশলগত অংশের প্রাপ্ত উপাত্তের বিশ্লেষণ	৪৩
৭.৩.১	প্রকৌশলগত অংশের প্রভাব মূল্যায়নের কর্মপরিকল্পনা	৪৩
৭.৩.২	ভৌত অবকাঠামো সম্পর্কিত সাধারণ তথ্য	৪৪
৭.৩.৩	ভবনের বাহ্যিক অবস্থা	৪৫
৭.৩.৪	সর্বসাধারণের জন্য ভবনে যাতায়াত ব্যবস্থা	৪৫
৭.৩.৫	পানি সরবরাহ এবং নিষ্কাশন	৪৫
৭.৩.৬	বিদ্যুতায়নের ব্যবস্থা	৪৫
৭.৩.৭	ভবনের দরজা-জানালার ব্যবহার	৪৬
৭.৩.৮	সাধারণের ব্যবহারের জন্য টয়লেটের অবস্থা	৪৬
৭.৩.৯	সাধারনের অপেক্ষার স্থান	৪৭
৭.৩.১০	জরিপ, মৃত্তিকা পরীক্ষা, ড্রইং, এস্টিমেট ইত্যাদি কার্যক্রমে কোড ও স্ট্যান্ডার্ড সম্পর্কিত পর্যালোচনা	৪৭
৭.৩.১১	মূল পরিকল্পনা, ডিজাইন, ড্রইং এবং স্পেসিফিকেশনের অবস্থা পর্যালোচনা	৪৮
৭.৩.১২	নন-ডেস্ট্রাকটিভ গান টেস্টের ফলাফল	৪৮
৭.৩.১৩	প্রকল্পের ভৌত অবকাঠামো পর্যবেক্ষণ	৪৯
৭.০৪	ফোকাস দল আলোচনা (FGD) থেকে প্রাপ্ত তথ্য	৫৫
৭.০৫	স্থানীয় পর্যায়ে মত বিনিময় কর্মশালা	৫৭
৭.০৬	জাতীয় পর্যায়ে মতবিনিময় কর্মশালা	৫৮
অষ্টম অধ্যায় ঃ প্রকল্প মূল্যায়নের পর্যবেক্ষন (Findings) ও সুপারিশ		
৮.০১	ভবিষ্যত সেবার মান উন্নয়নে পরামর্শ	৬০
৮.০২	উল্লেখযোগ্য প্রাপ্তি সমূহ (Major Findings)	৬২
৮.০৩	সুপারিশ মালা	৬২
সংযুক্তি সমূহ		
সংযুক্তি -১	প্রভাব মূল্যায়নের জন্য প্রকল্প এলাকার উপকারভোগীদের জন্য প্রশ্নমালা	৬৪
সংযুক্তি-২	প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের অবজারভেশন চেকলিস্ট	৬৮

সংযুক্তি-৩	ফিজিক্যাল ভেরিফিকেশন চেকলিস্ট	৭০
সংযুক্তি-৪	প্রকিউরমেন্ট পর্যালোচনা চেকলিস্ট	৭২
সংযুক্তি-৫	ফোকাস গ্রুপ আলোচনা চেকলিস্ট	৭৫
সংযুক্তি-৬	ক্রয় সংক্রান্ত বিষয়ে পিপিএ -২০০৬ এবং পিপিআর -২০০৮ এর অনুসরণে পর্যালোচনা চেকলিস্ট	৭৭
সংযুক্তি-৭	কী ইনফরমেশন ইন্টারভিউ টেকনিক্যাল	৭৯
সংযুক্তি-৮	পাসপোর্ট অফিসের প্রধান নির্বাহীর কেআইআই- এর জন্য প্রশ্নপত্র	৮০
সংযুক্তি-৯	এফজিডিতে অংশগ্রহনকারী ব্যক্তিবর্গের তথ্য	৮১
সংযুক্তি-১০	কেআইআই-এ অংশগ্রহনকারী ব্যক্তিবর্গের তথ্য	৮৬
সংযুক্তি-১১	স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত প্রকল্পের মাস্টারপ্ল্যান	৮৭
সংযুক্তি-১২	দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির প্রতিবেদন সংক্রান্ত নথি (দিনাজপুর)	৮৮
সংযুক্তি-১৩	জমি হস্তান্তর সংক্রান্ত নথি (ফেনী)	৮৯
সংযুক্তি-১৪	প্রকল্পের নির্মাণ কাজের খসড়া প্রাক্কলন (ফেনী)	৯০
সংযুক্তি-১৫	নোটিফিকেশন অব এ্যাওয়ার্ড (চট্টগ্রাম)	৯১
সংযুক্তি-১৬	স্থানীয় কর্মশালায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের হাজিরার তালিকা	৯২
সংযুক্তি-১৭	নন-ডেস্ট্রাকটিভ গান টেস্টের ফলাফল	৯৩

প্রতিবেদনের নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পাসপোর্ট সেবা পৌঁছে দেয়া, পাসপোর্ট সেবা সহজীকরণ ও মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট বিতরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণের ধারাবাহিকতায় ''১৯ টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ'' প্রকল্পটি গ্রহন করে। এ প্রকল্প জানুয়ারি ২০১২ সালে শুরু করে ডিসেম্বর ২০১৪ সাল মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১০৩৮৫.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে অনুমোদন করা হয়। পরবর্তীতে ১৪৬৭৫.৫৪ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যায়ে জানুয়ারি ২০১২ থেকে ডিসেম্বর ২০১৬ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পটি সংশোধিত হয় (১ম সংশোধন)। প্রকল্পটি ১৪৩২০.৫০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি ২০১২ থেকে জুন ২০১৭ সাল মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ২য় সংশোধনী হিসেবে অনুমোদিত হয় । এই প্রকল্প স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের আওতায় বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর এবং গণপূর্ত অধিদপ্তর এর তত্ত্বাবধায়নে বাস্তবায়িত হয়। প্রকল্পের অধীনে নির্মিত ১৯ টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট কেন্দ্রসমূহ হলো- উত্তরা (ঢাকা), যাত্রাবাড়ি (ঢাকা), নরসিংদী, কিশোরগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, টাঙ্গাইল, কক্সবাজার, রাঙামাটি, চট্রগ্রাম, ফেনী, চাঁদপুর, ব্রাহ্মনবাড়িয়া, মৌলভীবাজার, পাবনা, বগুড়া, দিনাজপুর, কুষ্টিয়া ও পটুয়াখালী।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) প্রকল্পটির প্রভাব মূল্যায়নের উদ্যোগ নেয়। এই সমীক্ষার প্রভাব মূল্যায়ন কাজের জন্য যৌথভাবে ''ডেভেলপমেন্ট লিংক ফাউন্ডেশন (ডেভলিংক) ও এক্সপার্ট ৮৪ লিমিটেড'' কে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নির্বাচিত করা হয়। প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষাতে তিনভাবে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। যথা- বিদ্যমান দলিলাদি পর্যালোচনার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ, জরিপের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার ও সুবিধাভোগীদের সংখ্যাগত ও গুণগত তথ্য সংগ্রহ, সরেজমিন পরিদর্শনের মাধ্যমে তথ্যাদি সংগ্রহ, পরীক্ষণ ও বিশ্লেষণ। প্রাপ্ত তথ্যসমূহ ডিজাইনকৃত ডাটাবেজে এন্ট্রি করার পরে SPSS সফট্ওয়্যার ব্যবহার করে যথাযথ পরিসংখ্যান পদ্ধতির মাধ্যমে তথ্য বিশ্লেষণের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রভাব মূল্যায়নের জন্য প্রকৌশলগত অংশের কর্মপরিকল্পনার মধ্যে প্রধানত ছিল সরেজমিনে ভবনসমূহ পর্যবেক্ষণ, প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ উপকারভোগীদের সাথে সাক্ষাতের মাধ্যমে প্রকল্পের ভৌত অবস্থা যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহ, প্রকল্পের আওতায় পণ্য, কাজ ও সেবার ক্রয় প্রক্রিয়া বিদ্যমান আইনে করা হয়েছিল কীনা সেগুলো পরীক্ষা করা, পাসপোর্ট অফিস নির্মাণের ফলে পাসপোর্ট সুবিধার মান উন্নীত হয়েছিল কীনা, প্রকল্প কার্যক্রমের বাস্তবায়নের দক্ষতা, দুর্বলতা, সুযোগ এবং ঝুঁকি পর্যালোচনা করা, এবং প্রাপ্ত তথ্যগুলোর উপর ভিত্তি করে প্রকল্পের প্রভাব টেকসই করার জন্য কতিপয় সুপারিশ প্রদান।

এই সমীক্ষায় পাসপোর্ট সেবাগ্রহীতাদের প্রাপ্ত মতামতের ভিত্তিতে দেখা যায় যে, প্রকল্প এলাকার মানুষের পাসপোর্ট পাওয়া পূর্বের তুলনায় সহজ হয়েছে। সাধারণ মানুষের নিকট মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট বিতরণ বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রায় সকল সেবাগ্রহীতাই সেবাপ্রদানকারীদের থেকে বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার পেয়েছেন এবং তাদেরকে কর্মক্ষেত্রে সুদক্ষ বলে বিবেচনা করেন। অধিকাংশ সেবাগ্রহীতাকে পাসপোর্ট পাওয়ার বিষয়ে প্রয়োজনের চাইতে

বেশি সময় অপচয় করতে হয়নি বলে প্রতীয়মান হয় । তবে নির্ধারিত সময়ে পাসপোর্ট হাতে পেয়েছেন কিনা-এই প্রশ্নের উত্তরে কিছু কিছু সেবা গ্রহীতা তা পাননি বলে মন্তব্য করেন ।

প্রকল্পের উল্লিখিত ১৯ টি পাসপোর্ট অফিসের সব কয়টির ভৌত অবকাঠামো সরেজমিনে পর্যালোচনায় দেখা গিয়েছে যে, বাহ্যিকভাবে ভবনগুলোর অবস্থা ভালো ও দৃষ্টিনন্দন । তবে কেবলমাত্র পাবনার অফিস ভবনটিতে বাহ্যিকভাবে কিছু ত্রুটি পাওয়া গিয়েছে । সবগুলো ভবনে যাতায়াত জনসাধারণের জন্য সুবিধাজনক । অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পানি সরবরাহ এবং নিষ্কাশন ব্যবস্থা সন্তোষজনক বলে দেখা যায় । ব্যবহার জনিত কারণে কিছু ভবনে অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন করা হয়েছে । প্রকল্পের নকশায় আলাদাভাবে প্যান্ট্রি, কিচেন এবং নামাজের কক্ষ পাওয়া যায়নি । তবে সরেজমিনে দেখা গিয়েছে অধিকাংশ অফিসে আলাদা কক্ষে এই কাজগুলো করা হচ্ছে । কয়েকটি ভবনের দেয়াল স্যাঁতস্যাঁতে ও রং নষ্ট এবং সিলিং থেকে প্লাস্টার খসে পড়েছে দেখা যায় । অধিকাংশ প্রকল্পে অগ্নিনির্বাপনী যন্ত্রগুলো মেয়াদউত্তীর্ণ এবং সৌরবিদ্যুৎ কার্যকর নয় । জরিপে অংশগ্রহনকারীগণ পাসপোর্ট অফিসগুলোতে মহিলাদের টয়লেটের অবস্থা সম্পর্কে 'মোটামুটি ভালো' বলে মন্তব্য করেন । পর্যালোচনায় দেখা গেছে যে, নতুন অফিস ভবন হওয়ার কারণে সংলগ্ন এলাকায় কর্মচাঞ্চল্য ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বেড়েছে । প্রকল্পের সুযোগসমূহের মধ্যে প্রত্যন্ত জেলাগুলোতে আঞ্চলিক পাসপোর্ট কেন্দ্র হওয়ায় স্থানীয় মানুষজন হাতের নাগালে সেবা গ্রহণের সুযোগ পাওয়া, রেমিটেন্স তথা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা অন্যতম । অন্যদিকে চ্যালেঞ্জের বিষয়গুলোর মধ্যে কম্পিউটার, এক্সেসরিজ, বায়েমেট্রিক যন্ত্রপাতিসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সমূহের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ অন্যতম, কেননা তা সম্ভব না হলে এগুলোর সক্ষমতা কমে যেতে পারে এবং সেবার মান খারাপ হতে পারে ।

প্রকল্পের এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সেবার মান উন্নয়নের লক্ষে প্রস্তাবিত কিছু সুপারিশ:

- পাসপোর্ট অফিসগুলোতে সময়মতো পাসপোর্ট ডেলিভারী সম্ভব হলে এবং পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চ কর্তৃক ইস্যুকৃত ভেরিফিকেশন রিপোর্ট নির্বিঘ্নে প্রদান করা হলে পাসপোর্ট সেবা আরো গতিশীল এবং উন্নততর হবে বলে আশা করা যায় ।
- সেবামূলক কিছু কাজ যেমন নিরাপদ খাবার পানি সরবরাহের ব্যবস্থা, অসুস্থ ও বয়স্ক ব্যক্তিদের জন্য হুইল চেয়ারের সুবিধা রাখলে সেবাগ্রহীতারা উপকৃত হবে ।
- ভবিষ্যতে চূড়ান্ত স্থাপত্য নকশা অনুসরণে নির্মাণ কাজ করতে হবে ।
- নকশা ও বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড অনুযায়ী সহজে চলাচল করার লক্ষ্যে র‍্যাম্প নির্মাণ করতে হবে ।
- ফায়ার এক্সটিংগুইজার সময় মতো নবায়ন করা ও নিয়মিত অগ্নি নির্বাপক মহরা দিতে হবে ।
- নির্মাণ বিধিমালা অনুযায়ী অগ্নিকান্ডের সময় জরুরি নির্গমনের জন্য ক্লোজড্ সিড়ি ফায়ারডোরসহ ব্যবস্থা করতে হবে । নারী পুরুষের আলাদা অপেক্ষার স্থানের ব্যবস্থা করতে হবে ।
- নারী পুরুষের আলাদা টয়লেট সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করতে হবে ।
- বৃষ্টির পানির ব্যবস্থাপনার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে ।

- সোলার পাওয়ার রক্ষণাবেক্ষণ ও সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হবে ।

সর্বোপরি একথা বলা যায় যে, ১৯ টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে এর প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে । পাসপোর্ট সেবা সহজে সর্বস্তরের জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছেছে এবং ভৌত অবকাঠামোসমূহ যথাযথভাবে সুনির্মিত হয়েছে ।

Abbreviations

ADP	Annual Development Program
CPTU	Central Procurement Technical Unit
DPP	Development Project Proposal
ECNEC	The Executive Committee of the National Economic Council
F2F	Face to Face Interview
FGD	Focus Group Discussion
IDI	In-depth Interview
GOB	Government of Bangladesh
IMED	Implementation Monitoring and Evaluation Division
KII	Key Informant Interview
NOA	Notification of Award
OP	Operational Plan
PCR	Project Completion Report
PIU	Project Implementation Unit
PPA	Public Procurement Act
PPR	Public Procurement Rules
PWD	Public Works Department
QC	Quality Control
RCC	Reinforce Cement Concrete
RDPP	Revised Development Project Proposal
SPSS	Statistical Packages for Social Sciences
SWOT	Strength, Weakness, Opportunity and Threat
TOB	Top of Beam
TOR	Terms of Reference
WC	Water Closet